আবদুল আজিজ মোস্তফা কামিল

দাজ্জালের পূর্বপ্রস্তুতি ও বিশ্বরাজনীতি
ইহুদিবাদের মুখ ও মুখোশ

মুসা আল হাফিজ
অনূদিত

ফাতিহ
প্রকাশন লিমিটেড

সূচি

সহস্রাব্দের কিয়ামত : একটি পর্যালোচনা	১৭
প্রতি দশকেই যুদ্ধ, প্রত্যেক ধাপেই ধ্বংসযজ্ঞ	২৭
ইসরাঈলী সাম্রাজ্য: দুটি কর্মধারা	৩৩
খুনের প্রস্তুতি বনাম শান্তির মুলো	৩৯
ইসরাঈলী সাম্রাজ্য: উগ্রবাদের গণভিত্তি	৪২
বৃহত্তর ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক যাত্রা	৪৪
বৃহত্তর ইসরায়েলের সামরিক কক্ষপথ	৪৬
আরেকটি যুদ্ধের অট্টহাসি	৪৮
বেথেলহেম ২০০০: খ্রিষ্টীয় মৌলবাদের নতুন বিস্ফোরণ	৫০
খ্রিষ্টীয় ইতিহাসে বিপ্লব	৫৩
প্রত্যাবর্তন অথবা দখলদারী	৫৫
প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন ও আমেরিকা	৫৭
ভ্যাটিকানের কাহিনি	৬১
ফিলিস্তিনের খ্রিষ্টানেরা	৬২
বেথেলেহেম! কেথেলহেম!	৬৩
গ্রিস হালসেল প্রশ্ন করলেন, 'এর আগে কী ঘটবে?'	৬৬
তৃতীয় সহস্রাব্দ ও মহাযুদ্ধের কালো মেঘ	৬৭
এ্যাংলিকান খ্রিষ্টান ও শেষ প্রজন্ম	৭৩
এ্যাংলিকান ও হারমাজদো	৭৬
আরো চাই, আরো চাই	৮১

৮৪ ইহুদিবাদী কালো থাবার মুখে মসজিদে আকসা
৮৬ ইহুদি নিয়ন্ত্রণে আল কুদস
৮৮ ইহুদিরা শহিদ করবে মসজিদে আকসাকে?
৮৯ কী ঘটবে মসজিদে আকসা শহিদ হয়ে গেলে?
৯১ কীভাবে ভাঙা হবে আল আকসা?
৯৫ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে ইসরায়েল সরকার
৯৯ তৃতীয় হাইকল কখন, কীভাবে?
১০৭ শামাদানের কাহিনি
১১৩ লাল গাভী ডেকে উঠলে জেগে উঠবে ইহুদিদের স্বর্ণযুগ!
১২২ জেরুজালেমে ইহুদি ডিনামাইট
১২৩ ইহুদিদের কাছে আল কুদস
১২৫ জেরুজালেম রাজধানী; নতুবা ইসরায়েল অর্থহীন
১২৬ জেরুজালেম জবরদখল
১২৮ ইহুদিবাদী রাষ্ট্র, ইহুদিবাদী নেতা
১৩০ 'জেরুজালেম চিরকালের জন্য ইসরায়েলের রাজধানী!'
১৩৬ মসীহ আলাইহিস সালামের জন্য নতুন বিশ্বব্যবস্থা
১৩৮ ইহুদিদের প্রতীক্ষিত সম্রাট
১৪৬ কেন মসীহ? কোন মসীহ?
১৪৯ কী আছে এই ভালোবাসার অন্তরালে?
১৫৩ পরিশিষ্ট

সহস্রাব্দের কিয়ামত : একটি পর্যালোচনা

সালমান আল হুসাইনী নদভী

'তৃতীয় সহস্রাব্দের কিয়ামত' এমনই এক গ্রন্থ, যা মুসলিম বিশ্বের চেতনার গভীরে অবিরত ঝাঁকুনি দিয়েই চলেছে। আর শত্রুর দিকে তীর্যক দৃষ্টি তুলে বলছে, 'তোমরা কী করছো, কী করতে চাও, আর কতটুকুই বা করতে পারবে, তা আমাদের জানা আছে।' বিপুল তত্ত্ব ও তথ্যের আধার এই বইটি শুধু পাঠকের জ্ঞানপিপাসা নিবারণের লক্ষ্যে রচিত হয়নি। বর্ণনার চমক ও ভাষার লালিত্য থাকলেও এটি নিছক একটি আকর্ষণীয় পাঠসামগ্রী হিসেবে প্রকাশিত হয়নি। উদ্দেশ্য হলো মুসলিম মিল্লাতের মাথার উপর ডানা ঝাপটানো শকুনিদের চিনিয়ে দেওয়া; তারা কী চায়, কেন চায়, কীভাবে চায়, তা বানান করে বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাদের সমবেত অংশগ্রহণে যে প্রলয়ের সূত্রপাত হতে যাচ্ছে, তার একটি জীবন্ত ছবি এঁকে দেওয়া।

সাধারণ পাঠকদের জন্য বইটির বিষয়বস্তু নতুন বটে। এছাড়া তাদের কাছে অধ্যায়গুলো ভিন্ন অথচ মজাদার স্বাদের মনে হবে। এর একটা ভালো দিক হলো, অভিনব বিষয় অনেকসময় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, চেতনায় ঢেউ তোলে। বইটি পড়ার সময় মনোযোগী পাঠকেরা সেই ঢেউই উপলব্ধি করবেন। এক ঢেউ থেকে আরেক ঢেউয়ের চূড়ায় তিনি সাঁতার কাটবেন। শেষে বিভিন্ন তথ্য, তত্ত্ব ও ঘটনাবলি আলো হয়ে জ্বলে উঠবে এবং আগাম বার্তাগুলো সহজ কাহিনির মতো আপনাকে বুঝিয়ে দেবে বিদ্যমান দুনিয়ার চালচিত্র। গ্রন্থটি হয়ে উঠবে আয়না, সেখানে আপনি দেখবেন জায়নবাদীদের নানান তৎপরতা, ষড়যন্ত্র, বিভিন্ন আকিদার অবয়ব, তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দৌড়ঝাঁপের ইতিবৃত্ত।

এমন আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ অবশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু কোথাও কোথাও ভাষা ও বিষয়ের প্যাঁচে পাঠক ক্লান্ত হয়ে পড়েন, বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতার কারণে পাঠকের কাছে মূল মর্ম অধরা থেকে যায়। গোটা বিষয়টি দুয়ে দুয়ে চারের মতো বোধগম্য হয়ে ওঠে না। কিন্তু এই বইটি আপনাকে সর্বশেষ হিসাবও বুঝিয়ে দেবে। লেখক ডক্টর আবদুল আজিজ বিন মোস্তফা কামিল সৌদি আরবের কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ কলেজের ইসলামি সংস্কৃতির অধ্যাপক। তিনি আল আজহারের ইসলামিক স্টাডিজ কলেজ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বইটি রচনা করেন ১৯৯৯ সালের জুলাই মোতাবেক ১৪২০ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে।

গ্রন্থকারের উপলব্ধি হলো, ইহুদি খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে নিকট অতীতের প্রতিটি সংঘাতে ধর্মীয় চেতনার প্রবল প্রভাব লক্ষ করা গেছে। বিশেষ করে ১৯৬৭ সাল মোতাবেক ১৩৮৭ হিজরি আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে জায়নবাদী রাষ্ট্রের বিজয় ইহুদি ও খ্রিষ্টবিশ্বে ধর্মীয় ভাবাবেগের তীব্র তরঙ্গ বইয়ে দেয়। তেমনিভাবে মুসলমানেরাও ধর্মনিরপেক্ষ স্লোগান ও নাস্তিক্যপনার কুহকের প্রতি অনাগ্রহী হয়। মুসলিম বিশ্বে ইসলামের প্রতি প্রত্যাবর্তনের প্রেরণা বলিষ্ঠ হতে থাকে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ শেষে ইসরায়েল ও আমেরিকায় ইহুদি ও প্রোটেস্টান্ট খ্রিষ্টানদের বহু আন্দোলন, সংগঠন এবং নানামুখী প্রকল্প দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর তৃতীয় সহস্রাব্দ যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল, ধর্মীয় উচ্ছ্বাসের জোয়ারে চারদিক ততই তলিয়ে যাচ্ছিল।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সমাপ্তি ও তৃতীয় সহস্রাব্দের আগমনের সাথে জড়িয়ে আছে বহু ভবিষ্যদ্বাণী। তারা এই সময়টিকে জাতিগত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এক মোড় হিসেবে অভিহিত করে থাকে। তাদের মতে, চলতি সহস্রাব্দই বিশ্বজুড়ে ইহুদি একাধিপত্য ও পবিত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময়। অপরদিকে খ্রিষ্টানদের কাছে এই সময়টি হলো দুনিয়ার নাজাত দানকারী ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামের অবতরণ এবং খ্রিষ্টবাদের বিশ্বরাজত্ব প্রতিষ্ঠার সুসময়। আবার মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক দ্বীনি অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের সচেতন মহলে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জোরালো যুক্তিগুলো উচ্চারিত হচ্ছে। মুসলিমদের ইউরোপ-আমেরিকার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইহুদি মহলে তৃতীয় সহস্রাব্দকে স্বাগত জানাবার বিরাট আয়োজন, এই সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর ধারা এবং বিস্ময়কর সব স্বপ্নের বুননে এক উন্মাতাল রূপ, ধূমায়িত উত্তাপ আর আত্মহারা আবেগের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। দেখা গিয়েছিল সব অভূতপূর্ব কর্মকাণ্ড। ইহুদি-খ্রিষ্টান কিংবা মুসলমান, নিজের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যের কারণে ফিলিস্তিন, সি রিয়া, ইরাক, মিশর এবং জাজিরাতুল আরবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। তাদের সবার মতে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ঘটনাবলি শেষ জামানায় এই ভূখণ্ডে সংঘটিত হবে। ইরাক হচ্ছে সায়্যিদুনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্মস্থান, সিরিয়া ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামের জন্মস্থান এবং মিশর হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রেরিত হবার স্থান। তার দাওয়াত ও সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সভ্যতার এই পীঠভূমি। আর জাজিরাতুল আরব শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থান ও সাধনার রাজধানী। এই সব এলাকা ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বুনিয়াদি এলাকা। চিরকালই এই অঞ্চল মানুষের আকিদা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে কেন্দ্রের মর্যাদা ধরে রেখেছে। মক্কার জমিন থেকে মানবিকতার মহান সূচনা আর সিরিয়ায় তার সমাপ্তি ঘটবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহুর বক্তব্য হলো, কুরআন-হাদিস ও আম্বিয়ায়ে কেরাম বর্ণিত বক্তব্য থেকে জানা যায়, দুনিয়ার সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার সূচনা মক্কাভূমি থেকেই হয়েছে। জীবন্ত উপলব্ধি ও সাধারণ জ্ঞান থেকে তার সমর্থন মেলে। মক্কা হচ্ছে সৃষ্টিজগতের নাভিস্থল। এখানেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত উদ্ভাসিত হয়েছে, যার আলোয় পৃথিবী থেকে আঁধার পালিয়েছে, প্রাচ্য-প্রতিচ্য আলোকিত হয়েছে। এই ভূমির দিকে মুখ করে মুসলমানেরা সালাত আদায় করে, হজ করতে আসে এবং ভক্তি সহকারে কাবাঘর তওয়াফ করে। কাবাঘর ইহকাল ও পরকালের বহু কল্যাণের ধারক। হেজাজ সেই ভূমি, যেটাকে ইসলামের প্রথম মানচিত্র হিসেবে আল্লাহ নির্বাচিত করেছিলেন। আর সিরিয়ায় হবে শেষ সম্মিলন, ময়দানে মাহশর। শরিয়তের দলিলসমূহ তারই জানান দেয়।

ইহুদিদের দাবিটা বেশ মজার। তারা যেহেতু আল্লাহর নির্বাচিত সম্প্রদায় আর জেরুজালেম হলো আল্লাহর প্রতিশ্রুত ভূমি, অতএব এই ভূমি তাদের। কেননা তাদের নির্বাচিত এই ভূখণ্ডের কথা ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। ইহুদি আকিদা হলো, জেরুজালেম প্রভুর বিশেষ দান। আর অন্যসব এলাকার কর্তৃত্ব ইহুদিদের হাতে থাকবে, এটা প্রভুর অভিপ্রায়। 'ইহুদিরা! খুশি হও, গানে মেতে ওঠো, কেননা আমি আসব এবং তোমাদের সাথে থাকব। মহাপ্রভু ইহুদিদের দিয়েছেন পবিত্রভূমির উত্তরাধিকার। আর নিজের জন্য জেরুজালেমকে বাছাই করে নিয়েছেন।'[৬]

জেরুজালেম যেহেতু প্রভুর এলাকা, সেই হিসেবে পবিত্রভূমিই হবে ইসরাঈলী সাম্রাজ্যের রাজধানী। এটাই হবে তাদের প্রধান তীর্থস্থান। এই জায়গার কোনো অমর্যাদা করা মানেই প্রভুর ঘরের অমর্যাদা। মুসলিম বিশ্বের পীঠস্থানে ইহুদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে আকিদা রয়েছে সেটা আরো চমকপ্রদ। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া দরকার। জানা দরকার ফিলিস্তিন, মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও হেজাজ সম্পর্কে কী পরিকল্পনা নিয়ে তারা এগুচ্ছে! ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে ইসরাঈলী মহাসাম্রাজ্যের যে প্রকল্প জায়নবাদীদের মাথায় জেঁকে বসেছে, সেই প্রকল্পটা আসলে কী? এটা আমরা আজ বুঝতে চাচ্ছি। অথচ পঞ্চাশ বছর আগে ইহুদিরা খ্রিষ্টবাদীদের সহযোগিতা নিয়ে সেই প্রকল্প বাস্তবায়ন সাফল্যের সাথে শুরু করে দিয়েছে।

মনে রাখা দরকার, ইসরায়েল শব্দটা যখন রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়, তখন এর বিশেষ একটা অর্থ দাঁড়ায়। যখন ভূমির সাথে মিলিত হয়, তখন অন্য এক মতলব বুঝিয়ে থাকে। ইসরায়েল রাষ্ট্র দ্বারা ওই বিশেষ সীমানা ও মানচিত্র আজ তাদের অধীন। কিন্তু ইসরাঈলী ভূমি শব্দটার প্রকৃত অর্থ তাদের জাতিগত অভিপ্রায় ও তাওরাতের বক্তব্যের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে। সেই অভিপ্রায় ও বক্তব্যের সারকথা হলো, নীলনদ থেকে ফোরাতের জলস্রোত পর্যন্ত মধ্যবর্তী গোটা এলাকা ইসরাঈলীদের। অন্য কেউ একে ভোগ করলে সে হবে দখলদার, তার বসবাস এখানে অবৈধ।

৬. আসহাহে যাকারিয়া: ৩/১০১২

ইহুদিদের প্রতীক্ষিত সম্রাট

সহস্রাব্দের বিশ্বাস এবং দুনিয়ার সাতযুগ বিষয়ক যে আকিদা ইহুদিদের মধ্যে রয়েছে, তা কোনো গোষ্ঠীমাত্রের আকিদা নয়, ইহুদিমাত্রই এই বিশ্বাস পোষণ করে। তারা মসীহ আলাইহিস সালামের আগমনের জন্য ইসরায়েল রাষ্ট্রকে বুনিয়াদ মনে করে। সরকারিভাবে এই বিশ্বাসকে লালন করা হয়।

ইহুদিদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক হলো শামাদান। হিব্রু ভাষায় যাকে আল মিনুরাত বলা হয়। এর সাতটি অংশ রয়েছে। যা দুনিয়া সৃষ্টির সাতদিনের ইশারাবাহী। এছাড়া এতে রয়েছে পৃথিবীর সাত সহস্রাব্দের ইঙ্গিত। অর্থাৎ প্রতিটি সহস্রাব্দে ইহুদিদের অনিবার্য ভূমিকা রয়েছে। ইসরাঈলী সাম্রাজ্য হচ্ছে পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। সব সহস্রাব্দের রাজা হচ্ছে ইহুদিদের সহস্রাব্দ। সেটা হবে দুনিয়ার সবচেয়ে কল্যাণময় কালপর্ব। ইহুদিরা তাদের সহস্রাব্দকে নিশ্চিত করার জন্য সম্রাটের অপেক্ষায় রয়েছে। সেই সম্রাটের আকিদা তাওরাতে রয়েছে, 'সাহয়ুনের পুত্ররা, আনন্দ করো! হে জেরুজালেম, স্লোগান উচ্চারণ করো! দেখো, তোমার সম্রাট সাহায্যকারী অনুগত গাধার উপর সওয়ার হয়ে তোমার দিকে আসছেন।'[৪৫]

ইহুদিরা এই বাদশাকে মাশী বলে থাকে। শব্দটি নির্গত হয়েছে হিব্রু 'মশহ' শব্দমূল থেকে। মশহ অর্থ পবিত্র যয়তুন, যা গায়ে মাখা হয়। এই সম্রাট দুনিয়া জুড়ে ছড়ানো ছিটানো ইহুদিদের সমবেত করবেন। আশরিয়া পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে, এই দিন সম্রাট স্বীয় হস্ত সম্প্রসারণ করে ইহুদিদেরকে আশুর, মিশর, ফাতরুস, কুশ, ইবলাম, শোনার, হামাত এবং জাযাইরুল বাহরকে একত্র করবেন।

৪৫. কিতাব জাকারিয়া: ৯/১

কী আছে এই ভালোবাসার অন্তরালে?

ইহুদিদের প্রতি খ্রিষ্টানেরা ভালোবাসার যে জজবা দেখাচ্ছে, তা এক কথায় বিস্ময়কর। যে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, এই মহব্বতের অন্তরালে কী আছে? কেন এত প্রীতির উচ্ছ্বাস? আমার মনে হয়, এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ ও সংক্ষিপ্ত। কারণ ইহুদিদের প্রতি খ্রিষ্টানদের এমন অস্বাভাবিক ঝুঁকে পড়ার পেছনে রয়েছে কিছুটা বিভ্রান্তি আর কিছুটা গোপন অভিসন্ধি। পশ্চিমা খ্রিষ্টানেরা তো নিজেদের ফায়দা ছাড়া কোথাও দৃষ্টিপাত করতেও রাজি নয়। ইহুদিদের প্রতি সুনজরে তারা কখনো তাকায়নি। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট বিপ্লব তাদের মধ্যে এই ভাবধারা তৈরি করল যে, খ্রিষ্টানদের বিশ্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে হলে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা জরুরি। ইহুদিরা যখন কুদস শহরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, হাইকলে সুলেমানী নির্মাণ করবে, তারপরই ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামের আগমন নিশ্চিত হবে। মূলত তার আগমনের পথ ইহুদিরা রচনা করবে।

কিন্তু তিনি এসে প্রথমেই ইহুদিদের মসীহকে হত্যা করবেন। এছাড়াও দুই তৃতীয়াংশ ইহুদিকে হত্যা করবেন এবং অবশিষ্ট ইহুদিদেরকে খ্রিষ্টান বানাবেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মরিয়ম আলাইহিস সালামের পুত্র মসীহ নবী আগমনের পূর্বে আরেক মসীহ আসবেন বলে খ্রিষ্টানদের একিন রয়েছে। প্রথম মসীহকে তারা দাজ্জাল এন্টিক্রাইস্ট মনে করে।

মসীহ আলাইহিস সালাম ও এন্টিক্রাইস্ট

প্রোটেস্টান্টদের আকিদা মতে, ধর্মহীন, নিপীড়ক ও মানবতার শত্রু এক পাপাত্মা ঈসা মসীহ আলাইহিস সালাম দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে নেমে আসবে।

ফাতিহ্ প্রকাশন লিমিটেড-এর বইসমূহ

প্রকাশিত			
০১	বেলা শেষ পাখি	সাগর ইসলাম	৳ ২৫০
০২	বাঙলা বানান-রীতি	জাফর সাদিক	৳ ১৪৩
০৩	আত্মার ব্যাধি গীবত	ওবায়দুল ইসলাম সাগর	৳ ১২০

প্রকাশিতব্য		
০১	মুমিনের চরিত্র	ওস্তায উসামা আল হিন্দী
০২	ফ্যান্টাস্টিক হামজা	এমডি আলী
০৩	মানবতার প্রেসক্রিপশন	শামছুন্নাহার খন্দকার
০৪	পুঁজিবাদ-বস্তুবাদের মুখোশ উন্মোচন	তাফাজ্জুল হক
০৫	মোহাসাবা	সাগর ইসলাম